To,
Hon'ble The Election Commission of India

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001
through the

Chief Election Commissioner (CEC) Shri Sunil Arora
cec@eci.gov.in

With Copies to
Shri Ravi Shankar Prasad
Union Minister of Law and Justice
ravis[a@sansad.nic.in

&

Dr. G Narayana Raju
Secretary- Legislative Department
Gn.raju@nic.in

Date:10th July,2020

[ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্ত রাজ্য সরকার এই স্মারকলিপিটি অনুলিপি করছে
নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে ভোটার অন্তর্ভুক্তির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য]

বিষয়- পরিযায়ী শ্রমিকদের লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় ডাক ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ

আমরা ও আমাদের সংগঠনগুলি নাগরিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের দিকটি সুনিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্তরে লাগাতার আন্দোলন করে আসছি। **The Citizens for Justice and Peace, বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ, লোকশক্তি অভিযান** এবং আরো যারা এই স্মারকলিপিটি স্বাক্ষর করেছেন, তারাও covid ১৯ পরিস্থিতিতে নিরলস পরিশ্রম করেছেন যাতে বিপর্যস্ত মানুষগুলি জীবন সংগ্রামের রসদ খুঁজে পান। তামাম পরিযায়ী শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমরা সবাই একজোট হয়ে এই পিটিশন দাখিল করছি যাতে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট (পরবর্তী উল্লেখে "এক্ট") ১৯৫১ সেকশন ৬০(সি) এবং কনডাক্ট অফ ইলেকশন রুলস ১৯৬১ (পরবর্তী উল্লেখে "রুলস") অনুযায়ী **পরিযায়ী শ্রমিকদের "নোটিফায়েড ইলেক্টর" তালিকাভুক্ত করে তাদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হয়।**

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সমগ্র কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে যে মূল ভিত্তির উপর তা হলো বিভিন্ন প্রশাসনিক নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে প্রতিটি ভারতবাসীর মতপ্রকাশের সুযোগ ও স্বাধীনতা। আধুনিক ভোটদান প্রক্রিয়া যা কিনা এমনিতেই নানারকম টাকার খেলা ও কায়েমী স্বার্থে জর্জরিত, সেখানে একুশ শতকের ভারতবর্ষ কিভাবে জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশকে তার ভোট দেয়ার সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে- তাও আবার নিছক তার কর্মস্থল বাড়ি থেকে দূরে হওয়ার অজুহাতে? এভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ এই বড়ো অংশের স্বার্থ, সুরক্ষা, অধিকার এবং মর্যাদার প্রশ্নগুলি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে অপ্রাসঙ্গিক এবং অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

ঘটনাচক্রে ঠিক এই জনগোষ্ঠীটির শোচনীয় দুর্দশা, দিন-আনা-দিন-খাওয়া জীবনের অনিশ্চয়তা, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য-শিক্ষা সমস্ত দিক থেকে কোণঠাসা হয়ে যাওয়ার কঠোর বাস্তবটি পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের

সামনে স্বাজল্যমান সত্য হিসেবে উঠে এসেছে এই covid ১৯ এর সৌজন্যে। এই প্রথম তামাম ভারতবাসীর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে গেস্ট ওয়ার্কার, migrant labourer, প্রবাসী কামাগার এই শব্দগুলিতে। ভারতীয় গণতন্ত্রতে এই প্রান্তিক মানুষদের অসহায় জীবনের চালচিত্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর (যার মধ্যে রাজনীতিবিদরাও পড়েন) কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলার আবশ্যিক এবং প্রাথমিক পথটি-ই হলো তাদের ভোটদানের অধিকার সুনিশ্চিত করা, যাতে তারা ঠিক সেই দল বা গোষ্ঠীকে ভোট দিয়ে রাজ্য বিধানসভা বা লোকসভায় নির্বাচিত করতে পারে, যে রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী তাদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে ইচ্ছুক। **রাজনীতির আঙিনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে না পারলে পরিযায়ী বা প্রবাসী শ্রমিকদের সমস্যাগুলি চিরদিন অপ্রাসঙ্গিকই থেকে যাবে।**

মহাশয়,
আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার পথে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে নির্বাচন কমিশন যদি পরিযায়ী শ্রমিকদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার দেয়া হয়, যাতে শুধুমাত্র জীবিকার বাধ্যবাধকতার কারণে একজনও প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসী ভোটদানের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়.

I. পরিযায়ী শ্রমিকরা একটি বিশেষ গোষ্ঠী যাদের এই পোস্টাল ব্যালটের সুযোগ পাওয়া জরুরি।

১. ভারতবর্ষের সংবিধান সকল নাগরিককে দেশের সীমানার মধ্যে যেকোনো জায়গায় যাওয়ার এবং বসবাস করার স্বাধীনতা দিয়েছে।[(1)] এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে কর্মসূত্রে অন্যত্র যাওয়া এবং সেখানেই থেকে যাওয়া মানুষের সংখ্যা সময়ের সাথে সাথে একটি বিশাল আকার ধারণ করেছে। ২০১১ সালের জনগননা অনুযায়ী ৪৫ কোটি মানুষ পরিযায়ী অর্থাৎ নিজের বাড়ির বাইরে থেকে কাজ করছেন, যা তার আগের ২০০১ সালের জনগণনা থেকে পাওয়া পরিযায়ীদের সংখ্যার তুলনায় ৪৫% বেশি। এর মধ্যে ২৬% মাইগ্রেশন (১১.৭ কোটি) হয়েছে একটি রাজ্যের ভেতরে বিভিন্ন জেলার মধ্যে, আর ১২% (৫.৪ কোটি) হয়েছে আন্তঃরাজ্য মাইগ্রেশন।[(2)]

২. বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিরীক্ষণ (যার মধ্যে সরকার অনুমোদিত নিরীক্ষাও আছে) বলছে যে এই উপরিউক্ত সংখ্যাটি প্রকৃত সংখ্যার অনেক কম।[(3)] কারণ এই ধরণের জনগণনায় মরশুমি বা চক্রাকার মাইগ্রেশন যেখানে একজন কর্মী সাময়িকভাবে অন্যত্র কাজে যান, কিন্তু পাকাপাকিভাবে সেখানে থেকে যান না, কাজ হয়ে গেলে ফিরে আসেন নিজের জায়গায়, তাদের পরিযায়ী হিসেবে গণ্য করা হয় না. পরিসংখ্যান বলছে, এরকম পরিযায়ীদের সংখ্যা ৬ থেকে সাড়ে ৬ কোটি পর্যন্ত হতে পারে, পরিবারের বাকি সদস্য সংখ্যা ধরলে যে সংখ্যাটা দাঁড়াবে প্রায় ১০ কোটির কাছাকাছি, যার অর্ধেকই হলো আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী।[(4)] ভারতীয় জনসংখ্যার এত বৃহৎ একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও শোচনীয়ভাবে তারা দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে অবহেলিত।

৩. পরিসংখ্যান আরো বলছে যে এই **পরিযায়ী শ্রমিকরা অধিকাংশই গ্রামের দরিদ্রতম আর্থসামাজিক স্তর থেকে আসছেন, যাদের মধ্যে আছেন তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, জমি বা বিষয় সম্পত্তির মালিকানা তাদের নেই এবং কারিগরি দক্ষতা রপ্ত করার কোনো সুযোগ ও কোনোদিন পাননি।**[(5)] ২০১১-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশ আর বিহার থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ অন্য রাজ্যে গেছেন কাজ খুঁজতে (যথাক্রমে ৮৩ এবং ৬৩ লাখ)[(6)] এবং পরিযায়ীরা সবথেকে বেশি গেছেন মহারাষ্ট্র আর দিল্লীতে। বস্ত্রশিল্প, নির্মাণশিল্প এবং এই ধরণের ছোটোখাটো কিছু শিল্পাঞ্চলে সাধারণ কাজকর্ম করে কোনোমতে বেঁচে থাকা এই পরিযায়ীরা কর্মক্ষেত্রে বা নিজেদের থাকার জায়গায় প্রতিনিয়ত নানারকম বঞ্চনা ও হেনস্থার শিকার।[(7)]

৪. নিম্নমানের পরিবেশে কম মাইনেতে কাজ করতে বাধ্য করার এই শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ১৯৭৯ সালে পাশ হয় ইন্টারস্টেট মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কমেন এক্ট, ১৯৭৯।[(8)] অন্যান্য অনেক কিছুর পাশাপাশি এই আইনে এটা নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী কর্মীর নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক এবং আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী কর্মীর সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে "কোনো রাজ্যের এমন যে কোনো ব্যক্তি যাকে চুক্তি বা চুক্তি

ছাড়াই কোনো কন্ট্রাক্টর অন্য কোনো রাজ্যের কোনো কর্মক্ষেত্রে মালিকের জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে নিয়োগ করেছেন"।[9] যদিও এই সংজ্ঞার সীমিত পরিসরের বাইরের অনেক মানুষকেও আমরা আমাদের বক্তব্যে পরিযায়ী বলে গণ্য করছি।

৫. পরিযায়ী কর্মীদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি আরো বেশি করে তাদের রাজনৈতিক আঙিনার বাইরের দিকে থেকে দেয়। তাদের ২০১২ সালে করা একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, পরিযায়ী শ্রমিকদের ৭৮% এর ভোটার কার্ড করানো আছে তাদের আসল বাড়ি যেখানে সেই নির্বাচনক্ষেত্রে, তাদের কর্মস্থানে নয়। [10] ভোট দেয়ার দিনটি যদিও ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু সেই একদিনের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে ভোট দেয়া দরিদ্র পরিযায়ী শ্রমিকদের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না (দফায় দফায় ভোটের নির্ঘন্ট থাকা সত্ত্বেও)।[11] এর অর্থ এই যে **লোকসভা বা বিধানসভা ভোটে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের কোনো ভূমিকাই নেই, শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা অন্য রাজ্যে কর্মরত, শোষিত, হতদরিদ্র এবং একদিনের ছুটিতে বাড়ি এসে ভোট দেয়া তাদের কাছে প্রকৃতই ব্যয়বাহুল্য।** একটি সমীক্ষা অনুযায়ী ২০০৯ লোকসভা ভোটে যেসব সমীক্ষার আওতায় থাকা পরিযায়ীদের মধ্যে মাত্র ৪৮% ভোট দিতে পেরেছিলেন যেখানে জাতীয় গড় ছিল ৫৯.৭%। এবার যদি বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকা পরিযায়ীদের আলাদা করে ধরা হয় তাহলে এই শতাংশ কমে হয়ে যাবে ৩১%।[12] এই চিত্র ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনেও দেখা গেছে জাতীয় গড়ের (৬৭.৪%) তুলনায় বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে ভোটদানের শতকরা হার অনেক কম (যথাক্রমে ৫৭.৩৩% এবং ৫৯.২১%) এবং এই রাজ্যগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান।[13]

৬. মরশুমি বা চক্রাকার পরিযায়ীদের ক্ষেত্রে আরো গুরুতর সমস্যা হলো এই যে তারা যে শহরে কাজ করতে যাচ্ছেন, কেউ সেখানকার পাকাপাকি বাসিন্দা নন। ফলে এক্টের সেকশন ২০ অনুযায়ী তারা "অর্ডিনারি রেসিডেন্ট" হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন না। অতএব নির্বাচনক্ষেত্র পাল্টে নতুন ঠিকানায় ভোটার কার্ড করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে পরিযায়ীদের মধ্যে কাজের জায়গায় ভোটার কার্ড আছে মাত্র ১০% এর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব হয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চেষ্টার ফলে।[14]

৭. **এর পরিণতি? এই সুবিশাল জনগোষ্ঠী যারা আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া, শোষিত একটি শ্রেণী, ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলে যারা সমস্যামুক্তির একটা দিশা খুঁজে পেতেন, আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া তাদের সেই মহা মূল্যবান সুযোগ টাই দিতে অপারগ। তাঁদের হয়ে কথা বলার মতো কেউ নেই, তাঁরা রাজনৈতিক সমীকরণের বাইরে।** অনেক NGO এবং গবেষকদের মতে, ISMW প্রয়োগে বহু অনিয়ম রয়েছে, গণবন্টন ব্যবস্থার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি মৌলিক পরিষেবা থেকে অসংখ্য পরিযায়ী বঞ্চিত অথচ রাজনৈতিক দলগুলি তাদের এই সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন।[15] এই মানুষগুলি রাজনৈতিক ব্রাত্যকরণের ফলে কিভাবে নিরুপায় শোষণের শিকার, তা নিয়ে বহু দশক ধরে গবেষণা করছেন অনেকেই।[16]

৮. এই বিষয়গুলি **বর্তমান lockdown-এর পরিপ্রেক্ষিতে কঠিন বাস্তব হিসেবে উঠে এসেছে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের যে অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে নিজের কর্মস্থল ছেড়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে Mass Exodus এ পথে নামতে হল, যেভাবে জীবন বাজি রেখে অকল্পনীয় কষ্টের বিনিময়ে তারা বাড়ি ফায়ার আস্তে বাধ্য হলেন, যেভাবে কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরের পলিসি মেকাররা পরিস্থিতি অনুধাবন করতে ও সামাল দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হলেন তার থেকেই এটা পরিষ্কার যে এই মানুষগুলি, তাদের বাস্তব, তাদের সমস্যা , তাদের উন্নয়ন, তাদের পরিষেবা পাওয়ার মৌলিক অধিকার এই বিষয়গুলির কোনো চিহ্নমাত্র ভারতবর্ষের প্রশাসনিক মানচিত্রের কোথাও নেই।** এমনকি এই চিঠিটা যখন লেখা হচ্ছে তখনো প্রত্যেকদিন খবর আসছে পরিযায়ীরা প্রাপ্য পাচ্ছেন না, বাড়ি আসতে গিয়ে আটকে আছেন নানা জায়গায়, এমনকি খেতেও পাচ্ছেন না ঠিকমতো- বহু পরিযায়ীদের প্রতিনিয়ত মৃত্যু হচ্ছে নানাভাবে।[17]

৯. শুধু তাই নয়, এই বিপুল হারে গণ-প্রস্থান থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে জন্মভূমির সঙ্গে এদের সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন হয় না. গবেষণায় এটাও তুলে ধরা হয়েছে যে বছরের পর বছর ভোট দিতে না পারার ফলে পরিযায়ীদের মনে নানারকম আশংকা কাজ করে: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ভয়, ভোট না দেয়ার ফলে মৌলিক পরিষেবা গুলি হারিয়ে ফেলার ভয় এরকম আরো অনেক রকম আশংকা।[18] যেহেতু তারা সবসময় হোস্ট সিটিতে ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করতে পারছেন না, সেই অবস্থায় সবথেকে সময়োপযোগী সমাধান বা পদক্ষেপ একটিই হতে পারে তা হলো পোস্টাল ব্যালটের সুবিধা দেয়া।

১০. **এক কথায় আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, অর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই পরিযায়ী শ্রেণী বছরের পর বছর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ এবং এই ব্যর্থতার ফলে তারা আরো বেশি করে প্রবঞ্চনার শিকার। এই দুষ্টচক্র ভেঙে ফেলার একটাই উপায় আর সেটা হলো পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে এদেরকে ভোটদানের সুযোগ করে দেয়া যাতে এঁরা এবং এদের সমস্যাগুলি রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।**

II. সাংবিধানিক নির্দেশ অনুযায়ী দেশের সমস্ত নাগরিকের ভোটদানের সুযোগ ও সুবিধা সুনিশ্চিত করা ইলেকশন কমিশনের কর্তব্য:

"এই অ্যাসেম্বলি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের নীতি সার্বিকভাবে গ্রহণ করছে এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে, এই দেশের সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের দ্বারা নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার নিশ্চিতভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সমর্থ হবে." - Alladi Krishnaswamy Aiyyar

১. ভারতীয় সংবিধানের (পরবর্তী উল্লেখে শুধু 'সংবিধান') ৩২৪ ধারা [20] অনুযায়ী ভারতীয় নির্বাচন কমিশন (পরবর্তী উল্লেখে শুধু 'মাননীয় কমিশন') একটি সাংবিধানিক নিয়ন্তা যার ভারতবর্ষের "সমস্ত নির্বাচনের তদারকি, পরিচালনা এবং সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের" পূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।[21] এক্টের ৬০ সি সেকশন অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষদের নিয়মানুযায়ী পোস্টাল ব্যালটের সুবিধা দেয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আছে। আমাদের আবেদন, মাননীয় কমিশন যেন তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করে চক্রাকার পরিযায়ীদের বিশেষ শ্রেণীর ভোটার হিসেবে মান্যতা দেন এবং তাদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়।

২. UDHR এর আর্টিকল **২১** এবং ICCPR এর আর্টিকল **২৫** অনুযায়ী ভোট দেয়ার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। এই নীতিকে অবলম্বন করেই সংবিধানের সমস্ত রচয়িতারা একমত হয়ে কিছু বিধিসম্মত শর্তসাপেক্ষে জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসীর ভোটাধিকারকে সাংবিধানিক অধিকারের মর্যাদা দিয়েছেন। আর্টিকল ৩২৬ এ এই বিষয়টির উল্লেখ আছে।

৩. সুপ্রিম কোর্টের বিধান অনুযায়ী ভোটাধিকার এমন একটি সাংবিধানিক অধিকার যা কিছু নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন ছাড়া কোনোভাবেই খর্ব করা যায় না [22] , এবং এই 'বিধিবদ্ধ আইন' এর বিষয়টি একজন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য।[23] একজন ভোটারের ভোট দেওয়ার সুযোগ বা ক্ষমতা তার মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত।[24]

৪. ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, "প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ করে ভোটাধিকার পাওয়া আর ব্যালটের মাধ্যমে কাউকে নির্বাচিত করে স্বাধীন মতপ্রকাশের দ্বারা সেই ভোটাধিকারকে পূর্ণতা দেয়া দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। প্রথমটি মৌলিক অধিকার না হলেও যখন একজন ভোটার বুথে গিয়ে ভোট দেন, তখন তাঁর মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নটি উঠে আসে। বিভিন্ন ভোটপ্রার্থীর মধ্যে কোনো একজনকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার প্রক্রিয়াটিতে একজন ভোটারের ব্যাক্তিগত মত ও পছন্দ-অপছন্দ প্রতিফলিত হয়, তাই ভোটাধিকার প্রয়োগের এই চূড়ান্ত পর্যায়টিতে একজন ভোটারের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখানেই আর্টিকল ১৯(১)(এ) র

প্রাসঙ্গিকতা। ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার এক চূড়ান্ত রূপ, তাই ভোট দেওয়ার অধিকারের থেকে এটি স্বতন্ত্র। তাই এর সঙ্গেই আসে ভোটপ্রার্থী সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকারের প্রশ্ন।" ২০০৬ সালে কুলদীপ নায়ার বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন মামলায় এই বক্তব্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় (Kuldip Nayar vs Union of India ২০০৬ ৭ SCC ১)। এই মামলায় কোর্ট মন্তব্য করে, "ভোট দেয়ার অধিকারের প্রশ্নটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"[25]

৫. আর্টিকল ১৯(১)(এ) তে উল্লিখিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি শুধু রাষ্ট্র ও তার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধই আরোপ করে না, বরং তাকে এক সদর্থক দায়িত্ব দেয় যাতে দেশের সর্বত্র স্বাধীন মতপ্রকাশের পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়।[26] Indibility Creative Ltd. v. Government of West Bengal (2019 SCC OnLine SC 564) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বাকস্বাধীনতা খর্ব করার যে দুষ্টচক্র, তার প্রতিরোধ প্রসঙ্গে বলেছিল, "বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর কোনো সাংগঠনিক শক্তি যদি আঘাত হানে, রাষ্ট্র তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। এই স্বাধীনতা রক্ষা করাই রাষ্ট্রের পরম কর্তব্য।" অতএব এ কথা বলাই যায়, একটি বিশেষ আর্থসামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে পরিযায়ী কর্মীদেরও তাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভোটদানের সুযোগ তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করা মাননীয় কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

৬. মাননীয় কমিশনের যে উদ্যোগ বা অভিযান, তার মূল মন্ত্রই হলো "একটিও ভোটার যেন বাদ না পড়ে"[27] এই লক্ষ্যপূরণের জন্য মাননীয় কমিশন পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত সিস্টেম অনেকদিন ধরে প্রয়োগ করছেন [28] এবং এই পোস্টাল ব্যালট যাতে সবাই ব্যবহার করতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে নানা সচেতনতা শিবিরের আয়োজন ও করা হয়।[29] এই সমস্ত উদ্যোগ ও কর্মকান্ড থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে মাননীয় কমিশন সারা ভারত জুড়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া চালাতে সক্ষম। **২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে ২৮ লাখের বেশি ভোট পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে জমা পড়েছে।**[30] এই ধরণের একটি সিস্টেম পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য চালু করলেই তাদের ভোট দেয়ার সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভব।

III. পরিযায়ী কর্মীদের ব্যাপারে কিছু তথ্য:

১.বর্তমানে পরিযায়ী কর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্য যে আইন বলবৎ আছে তা হল Interstate Migrant Workers Act ১৯৭৯ ।[31] এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিযায়ী কর্মীদের সঠিক কর্মসংস্থান এবং কর্মী হিসেবে প্রাপ্য অধিকার সুনিশ্চিত করা। এমন যেকোনো সংস্থা এবং কন্ট্রাক্টর যারা পাঁচ বা পাঁচের বেশি আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক নিয়োগ করছেন, এই আইনের আওতায় তাদের প্রতিটি পরিযায়ী কর্মীকে দিতে হবে বিস্তারিত তথ্যসহ পাসবুক, ডিসপ্লেসমেন্ট ভাতা হিসেবে মাস মাইনের অর্ধেক বা ৭৫ টাকা (যেটা বেশি হবে), যাত্রাকালীন ভাতা এবং যাত্রাকালের সমতুল্য মাইনে, উপযুক্ত বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বিপজ্জনক কাজের ক্ষেত্রে সুরক্ষাদায়ক পরিধান, উপযুক্ত মাইনে, সম কাজে সম মাইনে (লিঙ্গ নির্বিশেষে) ইত্যাদি। এই আইন বলবৎ করার মূল দায়িত্ব কেন্দ্র এবং রাজ্যস্তরে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উপরেই বর্তায়। ISMW এক্টে (১৯৭৯) বলা আছে, সমস্ত রাজ্য সরকারকে তাদের রাজ্যে সাময়িক ভিত্তিতে কাজ করতে আসা সকল পরিযায়ী কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য নথিভুক্ত করতেই হবে।

২. ISMW এক্ট এর নিয়মগুলি বেশ বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ।[32] রুল ৪(১) এ বলা আছে একটি রেজিস্ট্রেশন ফর্মের কথা (সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন), যার অথরিটি স্বয়ং ভারত সরকার।
“A certificate of registration containing the following particulars is hereby granted under clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 and the rules made there under to_____”

৩. পরিযায়ী কর্মীদের তথ্যাবলী ও পরিসংখ্যান: ISMW রুলস ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা আছে, যেকোনো সংস্থার মালিককে তার অধীনে কর্মরত সকল পরিযায়ী শ্রমিকের যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য নথিভুক্ত করতেই হবে। যেহেতু সংস্থার মালিকের এটি নথিভুক্ত করার কথা, এটা পরিষ্কার যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ অফিস অফ দা লেবার কমিশনার

এর দায়িত্ব এই নথিভুক্তিকরণের পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পরিচালনা এবং তদারকি করা। রুল ৪৯ বলছে, "প্রত্যেক সংস্থার এমপ্লয়ার এবং কন্ট্রাক্টরকে যে সমস্ত সেক্টরে পরিযায়ী শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে সেই সমস্ত সেক্টরের জন্য ফর্ম XIII অনুযায়ী নথিপত্র রাখতে হব।"

৪. ISMW রুলের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নির্দেশ দেওয়া আছে, পরিযায়ী কর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী নথিবদ্ধ করা সমস্ত সংস্থার কর্তব্য। রুল ৪৯ বলছে, "প্রত্যেক সংস্থার এমপ্লয়ার এবং কন্ট্রাক্টরকে যে সমস্ত সেক্টরে পরিযায়ী শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে সেই সমস্ত সেক্টরের জন্য ফর্ম XIII অনুযায়ী নথিপত্র রাখতে হবে।"

৫. রুল ৫২. মাস্টার রোল, মাহিনা রেজিস্টার, ডিডাকশন রেজিস্টার ও ওভারটাইম রেজিস্টার - (১) পেমেন্ট অফ ওয়েজেস এক্ট, ১৯৩৬ দ্বারা পরিচালিত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে, এবং এই এক্টের অধীনে নূন্যতম মাহিনা এক্ট, ১৯৪৮ এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (রেগুলেশন ও এবলিশন) এক্ট, ১৯৭০ ও অন্যান্য রুল অনুযায়ী, কন্ট্রাক্টর এবং এমপ্লয়ারের পরিযায়ী কর্মীদের তথ্য নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক।

৬. রুল ৫৩. নথিপত্র বিন্যাস ও সংরক্ষণ: (১) উপরিউক্ত এক্ট ও রুল অনুযায়ী যে নথিপত্র তৈরি করার কথা, তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সময়ের সাথে নিয়মিত আপ-টু-ডেট করা, যদি কোনো বিশেষ অসুবিধে না থাকে তাহলে কর্মস্থলের পরিধির ভেতর কোনো সুবিধেজনক কাছাকাছি বাড়িতে সেটি গুছিয়ে রাখা, ক্ষেত্রবিশেষে কন্ট্রাক্টরের অনুরোধে ইন্সপেক্টরের নির্ধারিত কোনো জায়গায় এই নথি রক্ষা করা আইনত কর্তব্য। (৪) ইন্সপেক্টর, বা ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার (কেন্দ্রীয়), এক্ট অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো আধিকারিক, বা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত যেকোনো কর্তাব্যক্তি যখনি এই নথি দেখতে চাইবেন, সমস্ত রেজিস্টার, রেকর্ড ও নোটিশ তৎক্ষণাৎ তাদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে।

৭. রুল ৫৬- পিরিওডিক্যাল রিটার্নস: (১) ফর্ম XXIII (ডুপ্লিকেট সহকারে) এর দ্বারা প্রত্যেক কন্ট্রাক্টরকে ষান্মাসিক রিটার্ন লাইসেন্সিং আধিকারিকের কাছে পাঠাতে হবে ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে।

৮. রুল ৫৭(১)- ইন্সপেক্টর, বা ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার (কেন্দ্রীয়), এক্ট অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো আধিকারিক, বা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত যেকোনো কর্তাব্যক্তি যেকোনো সময় লিখিত নির্দেশ দ্বারা কন্ট্রাক্টরের কাছে যাবতীয় নথিপত্র দেখতে চাইতে পারেন।

IV. ইলেক্টোরাল রোল আপডেট বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা:

রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট, ১৯৫০ এর ১৩(বি) ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন নিরলস পরিশ্রম করে ইলেক্টোরাল রোল নিয়মিত আপডেট করে থাকেন। যেহেতু নির্বাচন কমিশনের কাজ সকল এলিজিবল ভোটারের নাম ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা, তারা পরিযায়ী কর্মীদের তথ্যসম্বলিত রেজিস্টার বিভিন্ন সংস্থার কন্ট্রাক্টরের কাছে চেয়ে পাঠাতে পারেন এবং সহজেই তাদের ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করতে পারেন, যাতে তারা ভোট দিতে সমর্থ হয়। যেহেতু নির্বাচন কমিশনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকলের অন্তর্ভুক্তি, এবং পরিযায়ীদের তথ্য সংরক্ষনের আইন ও বলবৎ আছে, তাই নির্বাচন কমিশন এই আইনের সুবিধে নিয়ে সহজেই ভোটার তালিকায় পরিযায়ীদের অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন।

১. রেজিস্ট্রেশন অফ ইলেক্টরস রুলস, ১৯৬০ (৩৩) নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি দেয়:

রুল ৯: নির্দিষ্ট নথি দেখার ক্ষমতা: রোল তৈরি বা সংশোধনের প্রয়োজনে বা কোনো রোল সংক্রান্ত অভিযোগের মীমাংসা করতে যেকোনো রেজিস্ট্রেশন আধিকারিক বা তার দ্বারা নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময় জন্ম মৃত্যু

রেজিস্টার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি রেজিস্টার দেখতে চাইতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাকে সেই রেজিস্টার দেখাতে বাধ্য থাকবে।

রুল ২৫: ১ (রোল পরিমার্জন) - (১) সেকশন ২১ এর সাব সেকশন ২ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুসারে প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রের রোল বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্তভাবে পরিমার্জন করা বাধ্যতামূলক।
(২) কোনো বছরে সম্পূর্ণ রোল বা তার কোনো অংশ যদি বিস্তারিতভাবে সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে সেটি নতুন করে তৈরি করতে হবে এবং প্রথমবার রোল তৈরির মতোই রুল ৪ থেকে ২৩ এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
(৩) কোনো বছরে সম্পূর্ণ রোল বা তার কোনো অংশ যদি সংক্ষিপ্তভাবে সংশোধনের প্রয়োজন হয়, তাহলে রেজিস্ট্রেশন আধিকারিককে তৎক্ষণাৎ যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার ভিত্তিতে সংশোধনী তালিকা তৈরি করে মূল তালিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সংশোধনের আলাদা তালিকা প্রকাশ করতে হবে. রুল ২(৮এ) থেকে ২৩ পর্যন্ত যে নির্দেশগুলি আছে তা প্রথমবার রোল তৈরির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি এই সংশোধনীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

উপসংহার:

১. মাননীয় কমিশনের দীর্ঘদিনের নিরলস প্রয়াসের ফলে সারা দেশে জাতি ধর্ম বর্ণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে সব মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের দিকটি অনেকটাই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের সফল ও সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে অসংখ্য বিশেষ ভোটার, সার্ভিস ভোটার, স্পেশাল ডিউটিতে থাকা ভোটার যেমন সেনাবাহিনীতে কর্মরত মানুষ এবং তার পরিবার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন। প্রতিরক্ষা দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৬ সালে প্রায় ৩০ লক্ষ ডিফেন্স পার্সোনেল ও তার পরিবারের জন্য পোস্টাল ব্যালট চালু করার কথা সওয়াল করে। এই পলিসি চালু হওয়ার পরে প্রায় ১৬ লক্ষ ডিফেন্স পার্সোনেল সার্ভিস ভোটার হিসেবে নাম রেজিস্টার করে।

২. ২০১৯ এর অক্টোবরে নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট (আইন ও বিচার মন্ত্রক) কে সুপারিশ করে "অনুপস্থিত ভোটার" বলে একটি নতুন শ্রেণী তৈরি করার জন্য, যার মধ্যে পড়বেন জরুরি পরিষেবার কর্মীরা, আশি ঊর্দ্ধ ভোটার রা বা শারীরিকভাবে অক্ষম যারা আছেন তারা সকলে। এই ভোটাররা যাতে পোস্টাল ব্যালটের সুবিধে পান, সেই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকার রুল পরিবর্তন করে. ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারী মাননীয় কমিশন জরুরি পরিষেবার কর্মীদের আওতায় রেল, দিল্লী মেট্রোরেল কর্পোরেশন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কভার করা সাংবাদিকদের নতুন ভোটার শ্রেণীর অন্তর্গত করে তাদের পোস্টাল ব্যালটের সুবিধের আওতায় এনেছে। সুতরাং : পার্ট III এবং IIIA অনুসারে নতুন ভোটার শ্রেণী তৈরি করে তাদের পোস্টাল ব্যালটের সুবিধের আওতায় নিয়ে আসার এই প্রক্রিয়া অনেকদিন ধরেই চালু আছে।

৩. ২০১৫ সালে মাননীয় কমিশন প্রবাসী ভারতীয়দের "ভোটপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালনের" দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়ার স্বীকৃতি স্বরূপ ৩.১ কোটি প্রবাসী ভারতীয়দের (পরবর্তী উল্লেখে NRI) ইলেক্ট্রনিক ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে প্রবাসী ভারতীয়রা ওভারসিস ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করতে পারেন এবং মাননীয় কমিশনের সাথে আলোচনা করে লোকসভা এই উদ্দেশ্যে NRI দের জন্য প্রক্সি ভোট সিস্টেমের প্রবর্তন করেছে।

৪. আমরা আরো বলতে চাই যে পরিযায়ী কর্মীদের বিশাল সংখ্যার কথা বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে এটি শুধু পরিযায়ীদের রাজনৈতিক ব্রাত্যকরণের প্রশ্নই নয়, সাথে ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের ও প্রশ্ন এতে জড়িয়ে আছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী মুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা গণতন্ত্র দেশের সংবিধানের অন্যতম স্তম্ভ, যেখানে "নিরপেক্ষ শব্দটির অর্থ প্রত্যেক মানুষের সমান সুযোগ।" প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতন্ত্র যে বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা হলো জনসাধারণের প্রতিটি গোষ্ঠী: নারী, পুরুষ বা রূপান্তরিত, নিরক্ষর বা স্বাক্ষর, ভোটদানের মাধ্যমে সরকার গঠনে ও নীতি প্রবর্তনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। অতএব জনসংখ্যার এতো বড়ো একটি অংশ ভোট প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যাওয়া এই মহান আদর্শের সর্বতোভাবে পরিপন্থী।

উপরিউক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় কমিশনের কাছে আমরা আবেদন জানাই, সকল পরিযায়ী কর্মীদের অবিলম্বে পোস্টাল ব্যালটের সুবিধা প্রদান করা হোক। তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে প্রতিনিয়ত চালু রয়েছে যার সুবিধে নির্বাচন কমিশন সহজেই নিতে পারে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির মধ্যে যা যা নিয়ম কানুন জড়িয়ে আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আবেদনের কপি আইন ও বিচার মন্ত্রক (কেন্দ্রীয়) এবং ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য সরকারের কাছে এতদ্বারা প্রেরিত হচ্ছে।

নাগরিক অধিকার রক্ষার সপক্ষে আন্দোলনকারী সংগঠন হিসেবে ভারতীয় গণতন্ত্রের গরিমা রক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর এবং সেই কারণেই আমাদের এই আবেদনের শুধু সদর্থক উত্তর ই নয়, মাননীয় কমিশনের কাছে আমরা সত্বর পদক্ষেপ আশা করি, যাতে ভারতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সর্ব অর্থেই সকলের অন্তভুক্তি ও সার্বিক অংশগ্রহণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

ধন্যবাদান্তে,
শ্রী অনিল ধারকার (সভাপতি)-সিটিজেন ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস,

তিস্তা সেতালাবাদ (সম্পাদক) -সিটিজেন ফর জাস্টিস এন্ড পিস,

সামিরুল ইসলাম- বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ (সভাপতি)

প্রফুল্ল সামন্ত (সভাপতি)-লোক শক্তি অভিযান উড়িষ্যা,

রোমা(সম্পাদক)-অল ইন্ডিয়া ইউনিয়ন অফ ফরেস্ট ওয়ার্কিং পিপল,

জামসের আলী (সভাপতি)-ভারতীয় নাগরিক অধিকার সুরক্ষা মঞ্চ

Reference:

1. Article 19(d) and (e) of the Constitution of India

2. Available at https://blogs.worldbank.org/peoplemove/internal-migration-india-grows-inter-state-movements-remain-low

3. Available at https://www.hindustantimes.com/analysis/despite-covid-19-why-did-migrant-workers-go-back/story-NPhLzTd4joLSovjMDxCtaM.html; https://www.indiabudget.gov.in/budget2017-2018/es2016-17/echap12.pdf
4. Available at https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-relief-for-the-nowhere-people/article31495460.ece

5. Srivastava Ravi and S. K. Sasikumar. 2003. An Overview of Migration in India: Its Impacts and Key
Issues. Paper prepared for the Regional Conference on Migration, Development and Pro-Poor Policy
Choices in Asia, June 22–24, 2003, Dhaka, Bangladesh; “Report on the Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganized Sector”, National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector (06.08.2007), pg 128.

6. Available at https://www.prsindia.org/theprsblog/migration-india-and-impact-lockdown-migrants#_edn1

7. P. Deshingkar and S. Akter, Migration and Human Development in India (January 2009); Available at https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-relief-for-the-nowhere-people/article31495460.ece

8. Statement of Object and Reasons, Inter-State Migrant Workmen Act, 1979.

9. Section 2(e), Inter-State Migrant Workmen Act, 1979.

10. Available at http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in%20 India.pdf

11. Section 135B, of the Act.

12. Available at http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in%20 India.pdf

13. State-Wise Voter Turn-Out, 2019 Elections, Election Commission of India Information.

14. Available at http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in%20 India.pdf

15. Available at http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in%20 India.pdf

16. Available at https://www.countercurrents.org/ie-sainath150304.htm; P. Deshingkar and S. Akter, Migration and Human Development in India (January 2009).

17. Available at https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-relief-for-the-nowhere-people/article31495460.ece; Available at http://archive.indianstatistics.org/sserwp/sserwp2003-rev.pdf; Stranded Workers Action Network(2020), 32 Days and Counting:COVID- 19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, available at https://bit.ly/2XIOT2a.

18. Available at http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in%20 India.pdf

19. Constituent Assembly Debate, XI, page 835.

20. The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the
conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice President held under this Constitution shall be vested in a Commission
(referred to in this Constitution as the Election Commission)

21. Kanhayia Lal Kumar v. R.K. Trivedi, 1986 AIR 111.

22. N.P. Ponnuswami vs Returning Officer, Nammakal Constituency and Ors., 1952 AIR 64.

23. People's Union of Civil Liberties v. Union of India, Supreme Court, WP (civil) No. 490 of 2002.

24. People's Union of Civil Liberties v. Union of India, Supreme Court, WP (civil) No. 490 of 2002; Kuldip Nayar v. Union of India, 2006 7 SCC 1.

25. Kuldip Nayar v. Union of India, 2006 7 SCC 1, Para 450.

26. Indibilty Creative Ltd. v. Government of West Bengal, Writ Petition (Civil) No. 306 of 2019, Supreme Court ; Per Chandrachud J, in K.S. Puttaswamy v. Union of India, (2019) 1 SCC 1 at page 792.

27. Available at https://eci.gov.in/files/file/4618-commission-deploys-awareness-observers-to-ensure-that-no-voter-to-be-left-behind-in-forthcoming-assembly-elections-english-हहहहह/

28. Available at https://eci.gov.in/files/file/10263-faqs-on-counting-of-postal-ballot-paper-and-evms/;
https://eci.gov.in/files/file/11619-procedure-to-be-adopted-for-voting-through-postal-ballot-by-absentee-voters-on-essential-service-aves-reg/

29. Available at http://servicevoter.nic.in; https://eci.gov.in/voter/service-overseas-voter/;
Available at https://mea.gov.in/Images/pdf/service-voter-brochure.pdf

30. Voter Information, 2019 Elections, Election Commission of India Information.

31. Available at https://clc.gov.in/clc/acts-rules/inter-state-migrant-workmen
32. Available below the Act at https://clc.gov.in/clc/acts-rules/inter-state-migrant-workmen

33. Availabale at
http://legislative.gov.in/sites/default/files/%281%29THE%20REGISTRATION%20OF%20ELECTORS%20RULES%2C%201960.pdf